চিৎলা জাগরণী ক্লাবকে ট্রাইবেকারে হারিয়ে গোলাম রহমান স্মৃতি সংঘ দ্বিতীয় রাউন্ডে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর চতুর্থ দিনের খেলায় গাংনীর চিৎলা জাগরণী ক্লাবকে ট্রাইবেকারে ৭-৬ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে গোলাম রহমান স্মৃতি সংঘ।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথম অর্ধের ৫ মিনিটের সময় গোলাম রহমান স্মৃতি সংঘের খেলোয়াড় সাব্বির হোসেন দৃষ্টিনন্দন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপর ২৫ মিনিটের সময় গোলাম রহমান স্মৃতি সংঘের খেলোয়াড় ডি বক্সের মধ্যে হ্যান্ড করায় পেনাল্টি পেয়ে গোলটি শোধ করে চিৎলা জাগরণী ক্লাব। খেলায় দু দলই একাধিক সুযোগ পেলেও কোনো গোলের দেখা পায়নি।

অবশেষে সরাসরি ট্রাইবেকারে গড়ায় দু দলই। দু দলকে প্রথম ৫ টি করে বল দেওয়া হয়। সেখানেও ৫ টি করে গোল করে দু দল। পরে আরো একটি করে বল দেওয়া হয় সেখানেও ব্যার্থ হয় দুই দল। পেনাল্টির ৩য় দফায় গোলাম রহমান এক গোলে এগিয়ে থেকে জয়ের মালা ছিনিয়ে নেয়। অবেশেষে খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে নির্বাচিত হন গোলাম রহমান স্মৃতি সংঘের ফরোয়ার্ড সাব্বির। তার হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিচালনা কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক ও সদস্য মাহবুব হাসান ডালিম।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য মাসুদ করিম ধলস, শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, সেলিম রেজা, হাসানুজ্জামান বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, শামসুজ্জামান শামীম, মাহাবুব হাসান ডালিম ।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ থেকে আসা রবিউল ইসলাম। তাকে সহযোগীতা করেন গাংনীর আব্বাছ আলী ও মুজিবনগরের

সোহেল আহম্মেদ। চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন টুটুল রহমান। উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ৮ জুন পঞ্চম ম্যাচে একই মাঠে সদর উপজেলার কোলা ইলেভেন স্টার ক্লাব ও ফাস্ট ক্যাপিট্যাল অব বাংলাদেশ (এফসিবি) লড়াই করবে।

দুটি ভিন্ন গ্রামে একই নামে দুটি বিদ্যালয়

গাংনীতে একই নামে দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। বিদ্যালয়টি নিয়ে হাইকোর্টে রিট হয়েছে। ২০২২ সালে বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হয়। এমপিও ভূক্তির কারনে এখন দু গ্রামের মানুষের মাঝে শুরু হয়েছে শক্তির লড়াই।

তবে, মামলার কারনে এখন আটকে গেছে বিদ্যালয় দুটির সকল উন্নয়ন কার্যক্রম। বিদ্যালয় দুটি উপজেলার মোমিনপুর ও গোয়ালগ্রামে অবস্থিত।

একই নামে চরগোয়ালগ্রামে আরেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মোমিনপুর গ্রামের সচেতন মানুষজন মানববন্ধনসহ বিভিন্ন দফতরে চিঠি পত্র দিয়েছে। এমজিজিএম বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হলেও আটকে গেছে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভূক্তকরণ।

সূত্র মতে জানা গেছে, ১৯৯৯ সালে গাংনী উপজেলার মোমিনপুরে স্থাপিত হয় ‘এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়।’ পাশাপাশি চারটি গ্রামের নামের প্রথম অক্ষর (মোমিনপুর, গোয়ালগ্রাম (পাড়) গোয়ালগ্রাম (চর), মোহাম্মদপুর) দিয়ে শুরু হয় বিদ্যালয়ের কার্যক্রম।

অবশেষে ২০২২ সালে বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হয়। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা ও কয়েকজন শিক্ষক মিলে বিদ্যালয়ের আইডি কোর্ড নং ব্যবহার করে মোমিনপুরের পরিবর্তে নিজ গ্রাম চরগোয়ালগ্রামে এসে একই নামে এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন ২০১৯ সালে।

২০২২ সালে এমপিওভূক্ত হওয়ায় ১৯৯৯ সালের প্রথম স্কুল মোমিনপুরের পরিবর্তে ঠিকানা পরিবর্তন করে চরগোয়ালগ্রামে স্থাপিত ২০১৯ সালের স্কুলটিকে এমপিওভূক্তর ঠিকানায় ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে।

এ নিয়ে মোমিনপুর গ্রামের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলন করেছেন। তাদের দাবী প্রথম স্কুলটি ১৯৯৯ সালে মোমিনপুরে স্থাপিত হয়। অনেক কষ্ট করে স্কুলটিকে এ পর্যন্ত আমরা চালিয়ে আসছি। অথচ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা নিয়ম বহির্ভূতভাবে মোমিনপুরের স্কুলটি উদ্যেশ্যে প্রনোদিতভাবে নিজ গ্রাম চরগোয়ালগ্রামে ২০১৯ সালে একই নামে স্থাপন করেন। ২২ সালে মোমিনপুর এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হলে প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা চরগোয়ালগ্রামে স্কুলটিকে এমপিওভূক্ত দেখানোর চেষ্টা করছেন।

স্বারক নং উমাশিঅ/গাংনী/মেহের/২০১৯/৫১৬ তারিখ, ০৭/০২/২০১৯ গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থানান্তর ও ভূঁয়া কমিটি গঠণ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন।

প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, গাংনী উপজেলাস্থ এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থানান্তর ও ভূঁয়া কমিটি গঠণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তের জন্য ০১/০১/২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে কথিত স্থানান্তরিত বিদ্যালয়টিতে সরেজমিনে যায়। বিদ্যালয়টিতে গিয়ে দেখা যায় একটি নির্মীয়মান টিন শেড ভবনের সামনে খোলা আকাশের নিচে কিছু শিক্ষার্থী বেঞ্চে উপবিষ্ট। এমজিজিএম বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। এবং সেখানে গ্রামের অনেক অভিভাবক, গণ্যমান্য মুরব্বি উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান শিক্ষকের নিকট বিদ্যালয়ের স্থানান্তরের বিষয় জানতে চাইলে তিনিসহ অন্যান্য শিক্ষকগণ জানান, মুল বিদ্যালয়টি মোমিনপুর গ্রামে ভৌগলীক অবস্থার কারনে শিক্ষার্থী সংকট হয় ফলে শিক্ষার্থীর অভাবে বিদ্যালয়টি ধ্বংসের মুখে। অন্যদিকে

স্থানান্তরিত বিদ্যালয়টি জনবহল এলাকায় হওয়ায় শিক্ষার্থীর সংকট নেই। অতপর স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তির বক্তব্য শুনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে অদুরে অবস্থিত মুল এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায়। সেখানে ছাত্র ছাত্রীসহ স্থানীয় অনেক অভিভাবক ও মুরব্বীগণ উপস্থিত ছিলেন। এলাকাবাসি এবং শিক্ষার্থীদের একটাই দাবী কোনো কিছুর বিনিময়ে তারা বিদ্যালয় স্থানান্তরের পক্ষে নয়। প্রয়োজনে তারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী।

গোয়ালগ্রামে স্থানান্তরিত প্রধান শিক্ষকের কাছে ভূঁয়া ম্যানেজিং কমিটি গঠণের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, ম্যানেজিং কমিটির কোনো সদস্যের কোনো সন্তান বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেনা। ম্যানেজিং কমিটির বিপরীতে প্রদর্শিত শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ ভূঁয়া। এ সংক্রান্ত লিখিত প্রত্যায়পত্র ইতোপূর্বে প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়েছেন। তার স্বীকারোক্তির সাথে প্রত্যয়নপত্রের বর্ণনার হুবুহু মিল রয়েছে। যেহেতু অনুমোদিত কমিটির সকল সদস্যই ভূঁয়া। সেহেতু এই জাতীয় কমিটি গঠণ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯ এর প্রবিধান-২ এর দফা (ক) এর উপদফা (খ) এর পরিপন্থী।

এই অবস্থায় মোমিনপুরে অবস্থিত প্রথম এমজিজিএম বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হিসেবে আইনগত সকল বিধি বিধান অনুযায়ী হওয়ার কথা থাকলেও নিজ গ্রামে স্থান পরিবর্তন করে প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা অবৈধ চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ জানান, দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের ফলে একই নামে পৃথক দুটি বিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছে। এমনকি বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। তিনি চেষ্টা করেও দুই প্রতিষ্ঠান এক করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাছ উদ্দীন বলেন, আমি নতুন এসেছি। এখনও পুরো বিষয়টি বুঝে উঠতে পারিনি। আমি খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো। তবে, সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক এমপিও’র বেতন ভাতা দেওয়া হবেনা।

মেহেরপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।গতকাল সোমবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়।

সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কাজী আনিসুজ্জামান সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ফিতা কেটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন।

মেলায় জেলার ৩টি উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৬ টি স্টল স্থান পেয়েছে। পরে জেলা প্রশাসক মেলার স্টল পরিদর্শন করেন।

মেলার স্টল পরিদর্শন কালে অন্যান্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী সোহেল, রিফাত জাহান, দেবাংশু বিশ্বাস, উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন শেষে দুপুরের দিকে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা উপলক্ষে “ইন্টারনেটে আসক্তির ক্ষতি ” শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে(জুমের মাধ্যমে) প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

“ইন্টারনেটে আসক্তির ক্ষতি ” শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রতিপাদ্যের উপর আলোচনা করেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের প্রভাষক নিষ্কৃতি

মন্ডল।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম।

সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুনের সঞ্চালনায় সেমিনারের অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, সহকারী পুলিশ সুপার ইমদাদ হোসেন বিপুল, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কাজী আনিসুজ্জামান প্রমূখ।

মেহেরপুরে ২ সফল খামারী উদ্যেক্তাদের মাঝে সম্মাননা সনদ ও ক্রেষ্ট প্রদান

মেহেরপুরে দারিদ্র বিমোচনের সমন্তিত কৃষি ইউনিট (প্রানী সম্পদ খাত) এর আওতায় ২ জন সফল খামারী উদ্যেক্তাদের মাঝে সম্মাননা সনদ ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুরের বেসরকারি সংস্থা “দারিদ্র বিমোচন সংস্থার” মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দারিদ্র বিমোচন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার (ডিএলও) কৃষিবিদ মো: সাইদুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সমাজ সেবা অফিসার সোহেল মাহমুদ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, দারিদ্র বিমোচনের সমন্তিত কৃষি ইউনিটের ফোকাল পার্সন মো: জালাল উদ্দীন, সফল উদ্যেক্তা জাহানারা খাতুন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন, কৃষিবিদ মো: সাজিদুর রহমান ও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মো: রুহুল আমিন সরদার।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, দারিদ্র বিমোচন সংস্থার শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, সাধারণ ও সফল খামারীগন।

উল্লেখ্য, পল্লী কর্ম সহায়ক পিকেএসএফের সহযোগীতায় দারিদ্র বিমোচন সংস্থা সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় গ্রামীণ মানুষকে খামার ও উদ্যোক্তা হিসেবে সৃষ্টি করে তাদের ঋণ দিয়ে গরু মোটাতাজাকরণ, পাঠা পালন ও ছাগল, হাসমুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলছেন। এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের আরও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রতি বছর শ্রেষ্ট খামারীদের মাঝে ক্রেষ্ট, সম্মাননা স্বারক ও নগদ টাকা দিয়ে থাকে।

শ্যামপুরকে ৫-০ গোলে হারিয়ে আমঝুপি ক্লাব ও লাইব্রেরী দ্বিতীয় রাউন্ডে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর তৃতীয় দিনের খেলায় আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশকে ৫-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে আমঝুপি ক্লাব ও লাইব্রেরী।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথম অর্ধের ১৫ মিনিটের সময় আমঝুপি ক্লাব ও লাইব্রেরী ৭ নং জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় মিরাজ ১ টি গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এর পর ২১ মিনিটের সময় ৬ নং জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় দিপু আরেকটি গোল করে ২-০ শুন্য গোলে এগিয়ে নেন দলকে। দ্বিতীয় অর্ধের ১৩ মিনিটের সময় আমঝুপি ক্লাব ও লাইব্রেরীর হিমেল ১ টি, ১৯ মিনিটের সময় শামীম ১ টি ও ৪৪ মিনিটের সময় দিপু আরেকটি গোল করে দলকে ৫-০ গোলে দলকে এগিয়ে নেন।

তবে, খেলায় শ্যামপুর ইউনিয়ন একাদশ বেশ কয়েকটি এগোলা করার সুযোগ পেলেও তারা ব্যার্থ হয়।
খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে নির্বাচিত হন আমঝুপি ক্লাব ও লাইব্রেরীর ফরোয়ার্ড দিপু। তার হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল

টুর্নামেন্টের পরিচালনা কমিটির সদস্য আনোয়ারুল হক কালু।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমীন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য মাসুদ করিম ঢলস, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, সেলিম রেজা, আনোয়ারুল হক কালু, হাসানুজ্জামান বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, শামসুজ্জামান শামীম, মাহাবুব হাসান ডালিম ।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ থেকে আসা রবিউল ইসলাম, গাংনীর আব্বাছ আলী ও মুজিবনগরের সোহেল আহম্মেদ। খেলায় চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন, মেহেরপুরের কৃতি ফুটবলার ইয়ারুল ইসলাম।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামীকাল ৬ জুন মঙ্গলবার ৪র্থ ম্যাচে একই মাঠে গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের চিৎলা জাগরণী ক্লাব ও আমদহ ইউনিয়নের গোলাম রহমান স্মৃতি সংঘ লড়াই করবে।

মেহেরপুর বড়বাজারে দিনদুপুরে ছিনতাই করার সময় গণধোলাইয়ের শিকার মাদকাসক্ত

মেহেরপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে বড় বাজারের বিশিষ্ট সার ব্যবসায়ী মিরাজুল হক লিটনকে তার দোকানের সামনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমন করে বাবলু নামের এক দূর্বৃত্ত। এ সময় উপস্থিত জনতা ও ব্যবসায়ীরা বাবলুকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

সোমবার দুপুর ৩ টার সময় এ ঘটনা ঘটে। হামলার শিকার মিরাজুল হক লিটন (৪৭) মৃত সামাদের ছেলে এবং মুখার্জিপাড়ার মৃত মোয়াজ্জেম হোসেনের জামাই। আক্রমণকারী বাবলু বাবুল থানা রোড নিবাসী আব্দুর

রবের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, সোমবার বিকাল ৩টার দিকে বড় বাজারের বিশিষ্ট সার ব্যবসায়ী লিটনকে তার দোকানের সামনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে লিটনের উপরে হামলা চালায় মাদকাসক্ত বাবলু। এ সময় উপস্থিত জনগন বাবলুকে ধরে গণধোলাই দেয় এবং পুলিশকে জানায়। পুলিশ এসে গণধোলাইয়ের শিকার বাবলুকে হেফাজতে নেয়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৮

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৩ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি এবং সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৩ আসামি রয়েছে।

রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ সোমবার ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার (৫ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর ভূমি অফিসের নাজির কাম ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ

মুজিবনগর উপজেলা ভূমি অফিসের নাজির কাম ক্যাশিয়ার রবিউল ইসলাম সাগরের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

দৈনিক ইনকিলাবের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সহসভাপতি ফারুক মল্লিক এই অভিযোগ দেন।

অভিযোগে জানা গেছে, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) নাম ভাঙ্গিয়ে চলতি বছরের ১২ জুন মেহেরপুর শহরের চুলকানির মোড়ের মল্লিক ফ্যাশন হাউজ থেকে সর্বমোট ১ লাখ ৭০ হাজার টাকার শীতের গরম পেশাকাদী কেনেন রবিউল ইসলাম সাগর। ওই সময় সাগর তার নিজ নামের ব্যাংক একাউন্টের ৫০ হাজার টাকার একটি চেক দেন।

কিন্তু ব্যাংকে গিয়ে ওই চেক জমা দিলে কোনো টাকা পয়সা নেই বলে চেকটি ডিজঅনার করেন জনতা ব্যাংক এর ম্যানেজার। পরে ডিজঅনার চেক নিয়ে অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহিনের মাধ্যমে তাকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়। সেখানে টাকা পরিশোধ করার জোর তাগিদ দেওয়া হয়। পরে জেলা প্রশাসককে অবহিত করার জন্য একটি লিখিত অভিযোগ দেন এবং সরাসরি সাক্ষাৎ করেন সাংবাদিক ফারুক মল্লিক। এসময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম তাকে আশ্বস্ত করেন।

এদিকে তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন সাগর। তিনি সাংবাদিক ফারুক মল্লিক ও তার ছেলে ফরহাদ মল্লিককে উচ্চ মহলের ভয় দেখিয়ে নানা ধরনের হুমকী ধামকী দিয়ে আসছেন বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেছেন।

এব্যাপারে সাংবাদিক ফারুক মল্লিক ও তার পরিবারের মাঝে আতংক বিরাজ করছে। রবিউল ইসলাম সাগরের বিরুদ্ধে ফারুক মল্লিক চেক ডিজঅনারের মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও রবিউল ইসলাম সাগর নানা অপকর্মের কারনে দীর্ঘদিন চাকরী থেকে বরখাস্ত ছিলেন। তারপরেও সে দুর্নীতি অব্যাহত

রেখেছে।

মেহেরপুরে ভাগ্নের রামদার কোপে মামা হাসপাতালে;ভাগ্নের বাড়ি পুড়ালো বিক্ষুদ্ধরা

মেহেরপুর সদর উপজেলার রঘুনাতপুর গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ভাগ্নের রামদার কোপে মামা আব্দুস সালাম (৬০) ও ছোট ভাই ছামু হোসেন (৫০) মারাত্বক জখম হয়েছেন। এর প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত লোকজন ভাগ্নে কামরুল ইসলামের বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করেছে।

আজ রবিবার বিকালের দিকে বাড়ির জমির আম ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে মামা আব্দুস সালাম ও ছামু হোসেনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। পরে তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সৈয়দ কবীর তাদের ঢাকা মেডিকেলে রেফার্ড করেন।

এঘটনায় বিকালের দিকে খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ঘটনাস্থলে গিয়ে কামরুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি দেশীয় তৈরী রামদা ও কিছু লাঠি শোঠা উদ্ধার করেন।

পরে পুলিশ গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার পর মাগরিবের নামাজ চলাকালিন সময়ে ক্ষিপ্ত লোকজন কামরুল ইসলামের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

আমঝুপি ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি সাদ আহম্মেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকৃর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, আমি বিকেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে হামলাকারি কামরুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি রামদা ও কিছু লাঠি শোঠা উদ্ধার করেছি। সন্ধ্যার সময় তার বাড়ি পোড়ানো খব্র পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে কুইজ প্রতিযোগীতায় জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

৪৪তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা ২০২৩ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুর জিনিয়াস এন্ড ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ দ্বিতীয় ও মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেনীর ছাত্র আরাফাত হোসেন, রিয়ন ও রিদয় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এর আগে রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জেলার ৩টি উপজেলা থেকে বিজয়ীরা জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।